প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **ভোলা**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০১ টি (জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	নিগামন মসজিদ		উপজেলাঃ ভোলা সদর ইউনিয়নঃ দক্ষিণ দিঘলদী গ্রামঃ দক্ষিণ দিঘলদী	২২^{0}৩৫'২০.৬৫"উ. ৯০^{0}৩৮'৪৫.৯৫"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ জুলাই ২০২৬	ভোলা সদর উপজেলা পরিষদ থেকে স্থানটির দূরত্ব ১৩ কি.মি. দক্ষিণে এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় থেকে স্থানটি দূরত্ব ১.৫ কি.মি.। স্থানীয় প্রচলিত জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে কেউ এই প্রাচীন মসজিদটি স্থানীয়ভাবে নেগাবান মসজিদ, টনির মসজিদ ও মাঝিবাড়ির মসজিদ নামেও পরিচিত। ইতিহাস সমর্থিত কোনো সূত্রে এই মসজিদ সম্পর্কে কোনো তথ্য সূত্র পাওয়া যায়নি। মসজিদটি স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নির্মাণ শৈলী থেকে ধারণা করা যায় স্থাপনাটি খুব সম্ভব ১৭ শতকের শেষে কিংবা ১৮ শতকের প্রারম্ভে পরবর্তী মুঘল আমলে- কোনো এক সময়ে নির্মিত হতে পারে। মসজিদের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের বক্তব্য কয়েক পুরুষ ধরেই তারা মসজিদটিকে এই অবস্থায় দেখছেন। যুগযুগ ধরেই মাঝিবাড়ির বাগানের জঙ্গলের মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। দ্বীপ জেলা ভোলায় ইসলাম প্রচার ও মুসলিম জনবসতি বিস্তারের প্রামাণ্য ইতিহাসের সাথে এই মসজিদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে।